যুগান্তর

তারিখ ... 19 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 2 ...

সিকৃবিতে অপ্রতিরোধ্য নিয়োগ বাণিজ্য ও অনিয়ম-দুর্নীতি

কোটি কোটি টাকা লুটপাট

আবদুর রশিদ রেনু, সিলেট ব্যুরো

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও থামেনি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকৃবির) নিয়োগ বাণিজ্য ও দুর্নীতি। সরকারের শেষ সময়ে এসে নিয়োগ বাণিজ্য সিন্ডিকেট আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা নিয়োগ বাণিজ্যের নামে কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছেন। এর প্রতিবাদে উচ্চাদালতে মামলা করতে গিয়ে রোষানলে পড়ে বেতন পাচ্ছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১৮১টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর তড়িঘড়ি করে বাছাই বোর্ড ৮ অক্টোবর সিন্ডিকেট সভায় ৫২ শিক্ষক এবং ৪০ কর্মকর্তা নিয়োগ চূড়ান্ত করে। এছাড়াও বিভিন্ন পদে বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

গত ২৮ অক্টোবর ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক ফেরদৌস জামান স্বাক্ষরিত একটি স্মারকে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাঠানো মতামত কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়নি মর্মে উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও আপগ্রেডিং বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নীতিমালা স্থগিত করে ইউজিসি প্রণীত অভিন্ন নীতিমালা অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও ভিসি শহীদ উল্লাহ তালুকদার তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়োগ অব্যাহত রেখেছেন। অপরদিকে গত জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মোঃ ইব্রাহিম কবির স্বাক্ষরিত স্মারক অনুযায়ী ১৮৬ শিক্ষক এবং ১৪৬ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী জন্য বাজেট বরাদ্দ দেয়া হলেও জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান ১৪৮ শিক্ষক ও ১৩৪ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত ৩৮ শিক্ষক ও ১২ কর্মচারীর বেতন-ভাতাদি কোন খাতে ব্যয় হয়েছে তার কোনো হদিস নেই। অথচ ইউজিসির সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীয়করণের নজির স্থাপন করা হয়েছে। চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদের বোনের মেয়ে নাজিয়া শারমীন জেনিকে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর পদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয়ে বিধায়ক ডা. জামাল উদ্দিন ভূঁইয়ার শ্যালক আমিন মোঃ মাসুদকে সহকারী পরিবহন কর্মকর্তা, ভিসির দুর্নীতির সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা ডা. সালাউদ্দিন আহমদের ভাই আলাউদ্দিন আহমদকে ফোরম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার ফাতেহ শিরীনের ননদ শাহীনা আক্তারকে সেকশন অফিসার, অর্থ ও হিসাব শাখার সেকশন অফিসার আবুল হাসনাতের ভাই হুমায়ুন আহমদকে মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট, সমন্বি মোঃ সাঈদ মিয়াকে সহকারী পরিচালক, সহকারী অধ্যাপক মোস্তাফা শামসুজ্জামানের স্ত্রী নুসরাত জাহান তানিয়াকে সেকশন অফিসার পদে, সহকারী অধ্যাপক ডা. আক্তারুজ্জামানের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমীনকে সেকশন অফিসার পদে, সহকারী পরিচালক দেবাশীষ সাহার স্ত্রী মুনমুন সাহাকে লেকচারার পদে, সহকারী অধ্যাপক মোঃ শফি উল্লাহ ভূঁইয়ার স্ত্রী সাইদা সুলতানাকে লেকচারার পদে, সহকারী অধ্যাপক তফরুল ইসলাম মুন্সীর স্ত্রী রেহনুমা তাবাসসুমকে লেকচারার পদে, সহকারী অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলামের স্ত্রী আয়েশা আক্তারকে লেকচারার পদে নিয়োগ দিয়ে সিকৃবিকে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে সহকারী রেজিস্ট্রারের ৫টি পদ থাকলেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৮ জনকে, সেকশন গ্রেড-১-এ ৯টি পদ থাকলেও এর বিপরীতে ২১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেকশন অফিসার গ্রেড-২-এ ৭টি পদ থাকলেও ইতিমধ্যে ১৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা শাখায় সহকারী রেজিস্ট্রারের একটি পদ থাকলেও তিনজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অর্থ ও হিসাব শাখায় সেকশন অফিসার গ্রেড-১-এ দুটি পদ থাকলেও চারজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখায় সহকারী পরিচালকের একটি পদ থাকলেও চারজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ নিয়ে কয়েক মাস আগে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন খোদ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও। ওই সময় মন্ত্রী লোকবল কমাতে নির্দেশনা দিলেও তার কথায় কর্ণপাত করেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।